দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 25 1999
পৃষ্ঠা 7 কলাম 4

155

মেধাবী শিক্ষকদের পরিবর্তে দলীয় লেবেল আঁটাদের নিয়োগ চলছে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক সংকট ১০৫টি পদ শূন্য পড়ে আছে

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন শিক্ষক সংকট চলছে। শিক্ষক পদের মোট অনুমোদিত ১ হাজার ৪৫১টি পদের মধ্যে ১০৫টি পদ শূন্য পড়ে আছে। ফলে কিছু কিছু বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনা দারুণভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট অনুমোদিত ৫০৭টি অধ্যাপক পদের মধ্যে ৪৮৪ জন অধ্যাপক রয়েছেন। বাকী ২৩টি পদ খালি। সহযোগী অধ্যাপকের ২৯৭টি পদের মধ্যে ২৮১টি পদে শিক্ষক রয়েছেন। বাকী ১৬টি পদ শূন্য। সহকারী অধ্যাপকদের ৩৬১টি পদের মধ্যে ৩৭টি পদ এবং প্রভাষকদের ২৮৬টি পদের মধ্যে ২৯টি পদ শূন্য পড়ে আছে।

বিশ্ববিদ্যালয়-সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, গত ৩ বছরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি বিভাগে আওয়ামী লীগের দলীয় অবস্থান সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে অবৈধ প্রক্রিয়ায়

৫-এর পাতায় দেখুন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক সংকট ১০৫টি পদ শূন্য পড়ে আছে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। অপরদিকে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃত বিভাগ, উর্দু ও ফার্সী বিভাগ, অর্থনীতি বিভাগ, বাংলা বিভাগ, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ, পরিসংখ্যান বিভাগ, গণিত বিভাগ, প্রাণরসায়ন বিভাগ, মাইক্রোবাইওলজি বিভাগ, ফার্মেসী বিভাগ, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, নৃ-বিজ্ঞান বিভাগ, ভাষাতত্ত্ব বিভাগসহ বেশ কয়েকটি বিভাগে শিক্ষকস্বল্পতা দীর্ঘকাল ধরে প্রকট আকার ধারণ করেছে। তন্মধ্যে ইসলামের ইতিহাস বিভাগে ৭টি, উর্দু ও ফার্সী বিভাগে ৩টি, অর্থনীতি বিভাগে ৪টি, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগে ১১টি, পরিসংখ্যান বিভাগে ৩টি, প্রাণরসায়ন বিভাগে ৭টি, মাইক্রোবাইওলজি বিভাগে ৬টি, ফার্মেসী বিভাগে ৩টি, নৃ-বিজ্ঞান বিভাগে ৩টি পদে শিক্ষক না থাকায় এ সকল বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া দারুণভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। এছাড়া বাংলা বিভাগে সহকারী অধ্যাপকের মোট অনুমোদিত ৫টি পদ, ভাষাতত্ত্ব বিভাগে সহযোগী অধ্যাপকের অনুমোদিত ১টি পদ এবং সহকারী অধ্যাপকের অনুমোদিত ৩টি পদে একজন শিক্ষকও নেই। এর পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ৫ শতাধিক শিক্ষক অনৈতিক পন্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে কনসালটেন্সী ও পার্ট টাইম চাকরি নিয়ে ব্যস্ত আছেন। তার ওপর শিক্ষক সংকট ছাত্রদের লেখাপড়ার মান উন্নয়নে মারাত্মক সমস্যার সৃষ্টি করছে। এই দ্বিমুখী সমস্যা ছাড়া আছে শিক্ষক নিয়োগে আওয়ামী দলীয়করণ। আইন বিভাগে ছাত্র লীগের কেন্দ্রীয় আইন বিষয়ক সম্পাদক সেলিম মাহমুদসহ ৩ জন ছাত্র লীগ নেতাকে নিয়োগবিধি লংঘন করে অবৈধভাবে প্রভাষক পদে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। আইন অনুষদের ডীন প্রফেসর এরশাদুল বারী ও তৎকালীন চেয়ারম্যান ডঃ মাইমুল আহসানের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও মুজিববাদী ছাত্র লীগ নেতাদের চাকরি দেয়া হয়। বিষয়টি উচ্চ আদালত পর্যন্ত গড়ায়। সমাজ বিজ্ঞান বিভাগে ২য় শ্রেণীপ্রাপ্ত ছাত্র লীগ নেতা জামাল উদ্দিনকে অবৈধভাবে নিয়োগ দেয়া হয়। ছাত্র লীগের অপর নেতা অহিদুজ্জামান চানকে নিয়োগ দেয়া হয় শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের শিক্ষক পদে। চান ক্লাসে ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ দান করতে পারেন না এমন অভিযোগ উত্থাপন করে ছাত্র-ছাত্রীরা ভিসির নিকট একটি স্মারকলিপি প্রদান করেছে। এরকম প্রায় কয়েকজন ছাত্র লীগ নেতাকর্মী এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক। যাদের মূল যোগ্যতা রাজনীতি, ডিগ্রী নয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে ৪৮টি বিভাগ ও ইনস্টিটিউট রয়েছে। এছাড়াও এ বছর থেকে আরও নতুন কয়েকটি বিভাগ খোলার প্রক্রিয়া চলছে। এ বিভাগগুলোতে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে ছাত্র লীগ নেতাকর্মীদের প্রাধান্য দেয়ার আশংকা রয়েছে। কয়েকজন শিক্ষক জানান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মেধাবী শিক্ষকদের পরিবর্তে দলীয় লেবেল আঁটাদের শিক্ষক নিয়োগ করার ফলে আগামীতে বিশ্ববিদ্যালয় মেধাশূন্য হতে পারে। বর্তমানে যে শিক্ষক সংকট চলছে তা পূরণ করার জন্য মেধাবী ছাত্রদের নিয়োগ দিতে হবে।

জানা গেছে, শিক্ষক সংকটের কারণে নতুন যে সকল কোর্স প্রবর্তন করা হয়েছে, তার ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া বিঘ্নিত হচ্ছে। কিছু শিক্ষককে খণ্ডকালীন হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় হচ্ছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, কর্তৃপক্ষ এসব খণ্ডকালীন শিক্ষকদের কোন অফিস দিতে পারছে না।

ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে ঐ সকল শিক্ষকের সাথে লেখাপড়া সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে যোগাযোগ করা সম্ভব হয় না। যার কারণে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ার উন্নয়ন হচ্ছে না।